নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে, সিরাজগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা রংপুরে গ্রেনেড উদ্ধার

কাগজ ডেস্ক ঃ বোমা হামলার নতুন টার্গেট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাক অফিসে আবারো হামলা হয়েছে। অব্যাহত এই বোমা হামলার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসসমূহও। গত মঙ্গলবার রাতে নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে বোমা হামলায় ৪ কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ২ যুবক। গতকাল বুধবার রাত ৮টায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার নবগ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের নেওয়ারগাছা শাখায় বোমা হামলায় আহত হয়েছে ২ জন। এর আগে গতকালই রংপুরে ব্র্যাকের অপর একটি অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি বোমা যেগুলোকে দেশে তৈরি গ্রেনেড বলে নিরাপত্তা কর্মীরা শণাক্ত করেছেন। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এগুলো জেএমজে থ্রি বোমা বা হাতে তৈরি গ্রেনেড।

আমাদের নওগাঁ প্রতিনিধি জানান, নওগাঁর সীমান্তবর্তী পোরশা উপজেলায় পর পর ২টি বোমা বিস্ফোরণে ব্র্যাকের ৪ কর্মকর্তা-কর্মচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্থানীয় ব্র্যাক অফিসে এ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। কে বা কারা বাইরে থেকে জানালা দিয়ে দুটি হাত বোমা ছুড়লে প্রচণ্ড শব্দে সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অফিসে কর্মরত ব্র্যাকের এরিয়া ব্যবস্থাপক আবদুর রশিদ (৩৪), প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ওবায়দুজ্জামান (৩৮), এনামুল হক (৩২) ও রেজাউল ইসলাম (৩২) মারাত্মক আহত হন। তাদের রাতেই নিতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে গতকাল বুধবার সকালে আহতদের নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে, পোরশা থানা পুলিশ বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পোরশা উপজেলার শিবপাটি গ্রামের নুর মোহাম্মদ (৩২) ও সদর উপজেলার চকদেবপাড়ার আপেল মাহমুদ (৩৫) কে গভীর রাতে মোটর সাইকেলসহ আটক করে। এ ব্যাপারে ব্র্যাকের এরিয়া ব্যবস্থাপক আবদুর রশিদ বাদী হয়ে পোরশা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় জেলার সকল এনজিও অফিসে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাতেই নওগাঁর জেলা প্রশাসক গোলাম মোর্তুজা ও পুলিশ সুপার জামিল আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি জানান, ব্র্যাক দর্শনা এরিয়া অফিস থেকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি (জে.এম.জে থ্রি) হ্যান্ডমেড গ্রেনেড বুধবার সকালে উদ্ধার করা হয়েছে। এতে করে প্রাণহানি থেকে রক্ষা পেয়েছে সেখানে কর্মরত ৩০ জন কর্মী ও আশপাশের মানুষজন। পরে রংপুর সেনা বাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা হ্যান্ডমেড গ্রেনেড তিনটি ঘটনাস্থল থেকে ২০০ গজ দূরে নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিশেষজ্ঞ দল জানান, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক তিনটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হ্যান্ডমেড গ্রেনেড। এ প্রযুক্তি দেশের বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে রংপুর শহরতলীর দর্শনা ব্র্যাক অফিসের এরিয়া ম্যানেজার অফিস সংলগ্ন গেস্ট রুমের করিডোর থেকে মোটরসাইকেল বের করতে গিয়ে সেখানে দেখতে পান বোমাকৃতির একটি বস্তু। তিনি এ সময় সেটিকে হাতে নিয়ে বুঝতে পারেন এটি বিস্ফোরক দ্রব্য। সঙ্গে সঙ্গে বোমাটি সেখানে রেখেই অন্য সহকর্মীদের চিৎকার করে বলতে থাকেন অফিস চত্বরে বোমা। এরপর অন্য কর্মীরা ভয়ে আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় তারা অফিস ক্যাম্পাসের প্রশিক্ষণ কক্ষের সামনের রান্না ঘর ও বাথরুমের পেছনে আরো দুটি বোমা দেখতে পায়। ম্যানেজার আবুল হোসেন ও অপর ম্যানেজার নিশানউর রহমান দ্রুত তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ কোতোয়ালি থানায় বিষয়টি অবহিত করলে তাৎক্ষণিক ওসি কাজী নূরে আলম তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরো এলাকা পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখেন।

ইতিমধ্যে দর্শনা ব্র্যাক এরিয়া অফিসের সামনে হাজার হাজার উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। ব্র্যাক আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান মিজানও ঘটনাস্থলে আসেন। খবর পেয়ে ডিসি রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মাহবুব মোহসীন, দর্শনা ইউপি চেয়ারম্যান ফতেহ আলী খোকন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বেলা ১২টার দিকে রংপুর সেনা নিবাস থেকে ক্যাপ্টেন নাসির ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে একদল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে ঘটনাস্থল থেকে ২০০ গজ দূরে বোমাগুলো নিয়ে তারা বিস্ফোরণ ঘটান। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে আশপাশের মানুষজন আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে।

জানা গেছে, তিনটি হ্যান্ডমেড গ্রেনেডের কভারে লেখা ছিল জে এম জে থ্রি। এদিকে বোমাগুলো বিস্ফোরণের পর পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আলামত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে ব্র্যাকের ম্যানেজার নিশানউর রহমান বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য ক্যাপ্টেন আনোয়ার জানান, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরকগুলো হাতে তৈরি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন

গ্রেনেড। এই গ্রেনেড তৈরির প্রযুক্তি দেশের বাইরে থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গতকাল বুধবার রাত ৮টায় উল্লাপাড়া-নবগ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের নেওয়ারগাছা শাখায় ব্যাপক শব্দে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় ২ কর্মচারী মারাত্মক আহত হয়েছেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় ব্যাংক পিওন নুরুল ও কর্মচারী কনা খাতুনকে কাউয়াক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, রাত ৮টার দিকে ঐ শাখার ব্যাংকের সামনের জানালা দিয়ে পরপর তিনটি বোমা ছুড়ে দেওয়া হয়। এ সময় ব্যাংকের মধ্যে ৮-১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছিলেন। বোমা হামলায় ২ জন আহত হন। বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এছাড়া ব্যাংকের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিস্ফোরণের সময় পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে।

এলাকাবাসী এসে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ধার করেন। ঘটনার পর থেকে ঘটনাস্থল ঘেরাও করে রেখেছে পুলিশ।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

আরো পড়ুন :

- শুনুনঃ জামার্ন রেডিও বাংলার খবর - অধ্যাপক গালিবকে নিয়ে (**PLAY AUDIO**)
- বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গেও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঃ কে এই অধ্যাপক গালিব?
- জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার ঃ সিভিল সমাজের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক ঃ জঙ্গি কর্মকাণ্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গ্রেনেড-বোমা হামলার গণতদন্ত হবে
- নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে, সিরাজগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা রংপুরে গ্রেনেড উদ্ধার

- নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত

- বাংলাভাইকে নিয়ে মুক্ত-মনার বিশেষ ফিচার